Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মৃত্যুর প্রস্তুতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহমিদা আলম রাহি

রোলঃ 227020469

২৭ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মৃত্যুর প্রস্তুতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফাহমিদা আলম রাহি

রোলঃ 227020469

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মৃত্যুর প্রস্তুতি" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফাহমিদা আলম রাহি, আইডিঃ 227020469 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মৃত্যুর প্রস্তুতি" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

ফাহমিদা আলম রাহি

আইডিঃ 227020469

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৭ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

মৃত্যুর প্রস্তুতি 0

মৃত্যু 4

মন্দ সমাপ্তির কারণ 5

রুহের যাত্রা 7

কিয়ামতের ছোট ছোট আলামত 10

কিয়ামতের ১০টি বড় আলামত 14

কিয়ামতের প্রধান প্রধান আলামত 16

কিয়ামতের দিনের বর্ণনা 19

পুনরুত্থান 20

কেমন হবে কাফেরদের 22

কিয়ামতের আলামত বিষয় মুমিনের যা করণীয় 25

কিয়ামতে জবাবদিহিতা 26

চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার প্রধান প্রধান কারণ 28

জাহান্নামের আজাবের ভয়াবহতা কেমন হবে? 32

জান্নাতের বিবরণ 34

জান্নাতের সবচেয়ে বড় নিয়ামত 35

আটটি জান্নাতের নাম 37

মৃত্যুর প্রস্তুতি

মৃত্যু আসবেই। এটা এক অবধারিত বিষয়। কেউ তা থেকে পলায়ন করতে পারবে না। এমনকি কার মৃত্যু কখন হবে, কোথায় হবে এ কথাও কেউ জানে না। মৃত্যুর বিষয়টি শুধু আল্লাহই জানেন। তাইতো তিনি বলেন-

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

'কেউ জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।'
(সুরা লোকমান: আয়াত ৩৪)

এ কারণেই মুমিন মুসলমানের উচিত, মৃত্যুর আগে ৭টি প্রস্তুতি গ্রহণ করা। যাতে মৃত্যুর সময় কিংবা মৃত্যু পরবর্তী সময়ে কাজে লাগে। সেগুলো হলো-

১. ঈমানকে বিশুদ্ধ করা

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَ هُوَ مُؤْمِلَنُحْيِيَنَّهُ حَيُوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'যদি কোনো পুরুষ বা নারী ভালো কাজ করে এবং সে ঈমানদার হয়, আমি অবশ্যই তাদেরকে (দুনিয়াতে) পবিত্র জীবন দিয়ে জীবিত রাখবো এবং (আখেরাতে) তাদের ভালো কাজের সর্বোত্তম পুরষ্কার দেব।' (সুরা সুরা নাহল: আয়াত ৯৭)

২. নেক আমল দিয়ে জীবনকে সাজানো

মুমিন বান্দা যে কাজে নিজের জীবন অতিবাহিত করবে, সে কাজের ওপরই তার মৃত্যু হবে। যদি কেউ কোরআন-সুন্নাহ মোতাবেক জীবন-যাপন করে তবে তার মৃত্যুও কোরআন-সুন্নাহর আলোকে হবে। এ কারণেই দুনিয়ার জীবনে কোরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী নেক আমলে জীবন সাজানো জরুরি।

৩. তওবা করতে থাকা

হজরত ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি একই মজলিশে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইসতেগফার একশত বার গণনা করতাম। তিনি বলতেন-

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ

উচ্চারণ: 'রাব্বিগফিরলি, ওয়া তুব আলাইয়্যা, ইন্নাকা আংতাত তাওয়াবুল গাফুর।'

অর্থ: 'হে পরওয়াদেগার! তুমি আমাকে মাফ কর এবং আমার তাওবা কবুল কর। কেননা তুমি হলে তাওবা কবুলকারী এবং ক্ষমাকারী। (মুসনাদে আহমদ, তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও মিশকাত)

৪. বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করা

হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো- হে আল্লাহর রাসুল! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোক কে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণকরে এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত থাকে। (ইবনে মাজাহ)

৫. অসিয়ত লিখে রাখা

মৃত্যুর আগে নিজের সম্পদের সুষম বণ্টনের অসিয়ত লিখে রেখে যাওয়া জরুরি। যাতে তার মৃত্যুর পর ওয়ারিশ ও পাড়া-প্রতিবেশিরা তার রেখে যাওয়া সম্পদ তারই লিখে রেখে যাওয়া অসিয়ত অনুযায়ী বণ্টন করতে পারে।

৬. ঈমানের ওপর অটল থাকার দোয়া করা

ঈমানের উপর অটল থাকতে নির্জনে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করা। যাতে দুনিয়ার জীবনের সার্বিক কল্যাণ ও পরকালের অন্তিম মুহূর্তে ঈমান ও প্রশান্তির মৃত্যু নসিব হয়। তাই চোখের পানি ফেলে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করা। বেশি বেশি এ দোয়াগুলো করা-

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ < عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

উচ্চারণ: 'ইহদিনাস সিরাতাল মুসতাকিম।সিরাতাল্লাজিনা আনআমতা আলাইহিম। গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়া লাদ্দাল্লিন।'

অর্থ: 'আমাদের সহজ সরল পথের হেদায়েত দিন। যে পথে চলা লোকদের ওপর আপনি নেয়ামত দান করেছেন। অভিশপ্ত ও গোমরাহির পথ থেকে বিরত রাখেন।'

- رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

উচ্চারণ: 'রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাও ওয়া তাওয়াফফানা মুসলিমিন।'

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদের ধৈর্যদান করুন এবং মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দান করুন।

'رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنك > َ
رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

উচ্চারণ : 'রাব্বানা লা তুযেগ কুলুবানা বাদা ইজসদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতানইন্নাকা আংতাল ওয়াহহাব।'

৭. এই কাজগুলো বেশি করা-

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মুমিনের মৃত্যুর পরও তার যেসব নেক আমল ও নেক কাজের সওয়াব তার কাছে সবসময় পৌঁছতে থাকবে, তাহলো-

১. ইলম বা জ্ঞান: যা সে শিখেছে এবং প্রচার করেছে;

২. নেক সন্তান: যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গেছে;

৩. কোরআন: যা সে উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গেছে;

৪. মাসজিদ: যা সে নির্মাণ করে গেছে;

৫. **মুসাফিরখানা:** যা সে পথিক মুসাফিরদের জন্য নির্মাণ করে গেছে;

৬. **কূপ বা ঝর্ণা**: যা সে খনন করে গেছে মানুষের পানি ব্যবহার করার জন্য এবং

৭. **দান-খয়রাত:** যা সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় তার ধন- সম্পদ থেকে দান করে গেছে।

মৃত্যুর পরও এসব নেক কাজের সাওয়াব তার কাছে পৌঁছতে থাকবে।' (ইবনু মাজাহ, ইবনু খুজায়মা, ৪মিশকাত)

এ ছাড়াও জীবিত অবস্থায় মৃতব্যক্তিদের জন্য দান- সাদকা করা, হজ করা, ওমরা করা, রোজা রাখা ও কোরবানি করা আবশ্যক ইবাদত-বন্দেগি। তাই সব সময় মৃত্যুর কথা স্মরণ করা। এমনকি কোনো ব্যক্তি যদি বুঝতে পারে যে, তার মৃত্যু আসন্ন তবে তাদের উচিত আল্লাহর ইবাদতে নিয়োজিত করা। পরকালের অন্তকালের কথা স্মরণ করে নিজেকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করার প্রস্তুতি নেওয়া।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর সব মুমিন বান্দাকে মৃত্যুর আগে উল্লেখিত অসিয়তগুলো যথাযথভাবে মেনে চলার মাধ্যমে দনিয়া ও পরকালের কল্যাণমেনে চলার মাধ্যমে দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণ পাওয়ার তাওফিক দান করুন।
আমিন।

মৃত্যুর পরের জীবনকে কি বলা হয়?

মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত তথা হাশর-নশর ও বিচার ফয়সালার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে বারজাখ বা অন্তর্বর্তীকালীন সময় বলা হয়। বারজাখ-জীবনকে সাধারণভাবে কবরজীবন বলা হয়ে থাকে। কারণ, স্বাভাবিক অবস্থায় মৃতদেহ বা লাশ কবর দেওয়া হয়ে থাকে। যাদের বিশেষ কোনো কারণে কবর বা দাফন হবে না, তাদেরও বারজাখ-জীবন একই রকম হবে।

মৃত্যু

আমরা, মানব জাতি দুনিয়াতে এমন একটা ধারণা নিয়ে বেঁচে থাকি যে, এই দুনিয়াটা আমাদের। এটাই আমাদের থাকার স্থান, ঘরবাড়ি, এখানে আছি, থাকব, যেন এটা আমাদের চির আবাসস্থল। কিন্তু যে বাস্তবতা আমরা জানি না, বা জানতে চাই না, যে, আমরা এক ট্রেনে ভ্রমণ করছি, যে ট্রেনটা একটা একটা করে স্টেশন পার হয়ে সর্বশেষ একটি গন্তব্যের দিকে যাচ্ছে। আর এই দুনিয়ার জীবন হচ্ছে এমনই একটা স্টেশনের শুরু মাত্র। কিন্তু আমরা এই দুনিয়ার নই, বা দুনিয়াটাও আমাদের নয়। আমাদের হাতে যেন একটি টিকেট আছে, যেটার তিনটি অংশ আছে। আমরা মায়ের গর্ভে নয় মাস অবস্থান করি, তারপর সে টিকেটের একটা অংশ ছিড়ে ফেলা হয়। এরপর আমরা এই দুনিয়ার জীবনে প্রবেশ করি, আমাদের নতুন স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু হয়, আর এরপর যখন আমরা মারা যাই, তখন টিকেটের দ্বিতীয় অংশটুকু ছিড়ে ফেলা হয়। আমাদের হাতে থেকে যায় টিকেটের শেষ অংশটুকু, জান্নাত বা জাহান্নামের প্রবেশ করার সাথে শেষ অংশটুকুও ছিড়ে ফেলা হবে, আর সেটাই হবে আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল।

আমরা, এই দুনিয়ার চিরস্থায়ী বাসিন্দা না, এই দুনিয়া কেবলই আমাদের দীর্ঘ সফরের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, তাই রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'এই দুনিয়াতে এমনভাবে বেঁচে থাক যেন তুমি একজন মুসাফির।' তিনি দুনিয়ার জীবনের বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন এই বলে, 'ধরো, একটা মানুষ মরুভূমির পথ ধরে যাচ্ছে, এবং সে দেখল একটা গাছ, সেটা দেখে তার ছায়ার নিচে বসল, বিশ্রাম নিল এবং আবার তার অসম্পূর্ণবাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন এই বলে, 'ধরো, একটা মানুষ মরুভূমির পথ ধরে যাচ্ছে, এবং সে দেখল একটা গাছ, সেটা দেখে তার ছায়ার নিচে বসল, বিশ্রাম নিল এবং আবার তার অসম্পূর্ণ সফর সম্পন্ন করতে পুনরায় চলতে শুরু করল এটাই হল দুনিয়া।'

আমরা গাছটার নিচে অল্প কয়টা মূহূর্ত ব্যয় করছি এবং এরপর আবার আগের যাত্রা। সময়ের এই পথ চলা, আমাদের জীবনের, আমাদের অস্তিত্বের ক্ষয় ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রতিটি সেকেন্ডের সাথে সাথে আমাদের অস্তিত্ব ক্রমেই নিঃশেষ হচ্ছে। এই বাস্তবতা আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে, যে, আমরা এখানকার কেউ নেই, আর তাই আমাদের প্রস্তুত হতে হবে মৃত্যুর জন্য।

মন্দ সমাপ্তির কারণ

একজন মানুষের জীবনের মন্দ সমাপ্তির অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে, তার মধ্যে একটি হল গুনাহের কাজে অব্যাহত থাকা।

একজন ব্যক্তি খুব ছোট কোন গুনাহ করতে পারে, কিন্তু আলিমগণ বলে থাকেন, ছোট গুনাহ অনবরত করতে থাকলে তা বড় গুনাহতে পরিণত হয়। অতএব যখন আপনি একটা ছোট গুনাহ বারে বারে করতে থাকবেন, এটাকে ধরা হবে গুরুতর গুনাহ হিসেবে। আল-যাহাবী তাঁর 'আল-
কারাইর' গ্রন্থে মানুষের জীবনের মন্দ সমাপ্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তির নেশা ছিল দাবা খেলা, মৃত্যুর সময় যখন তাকে বলা হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে সে, তা বলতে পারল না। আর মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সে বলতে থাকল, 'চেক দোস্ত! চেক দোস্ত!' সে ভাবছিল তার দাবার কথা, আর এভাবেই সে মারা গেল। তিনি আরেক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন যাকে মৃত্যুর সময় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে বলা হলে সে বলতে থাকে, 'আমাকে একটা বোতল দাও, একটা গ্লাস দাও, আমি মদ খাবো।'

যেহেতু সে ছিল মাদকাসক্ত, শেষ মুহূর্তে

এসেও তার মাথায় মদের কথা ঘুরছিল।' আর-রাবী বিন সাবুরা একটা ঘটনা বলেন, তিনি এক লোকের মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন, সে ছিল অ্যাকাউন্টেন্ট, তাকে সবসময় হিসাব- নিকাশ আর গণনার কাজ করতে হতো। মৃত্যুর সময় সবাই তাকে কালেমা পড়তে বললো, কিন্তু, সে বলতে শুরু করল, '১০, ১১, ১২...' এরপর মৃত্যু পর্যন্ত সে এভাবেই নম্বর গুনতে থাকল। "ইবন আল কায়্যিম" একটা কাহিনী বর্ণনা করেন যেখানে এক ব্যক্তিকে মারা যাওয়ার সময় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে বলা হলে সে বলল, 'আমি পারছি না' অথচ তার
জিহবায় কোনো প্রকার সমস্যা ছিল না।সে প্রাঞ্জলভাবে কথা বলতে পারত, কিন্তু সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে পারল না। আল্লাহ তা'আলা তাকে এটা বলার তওফিক দিলেন না কেননা তার জীবনে এটা বলার মত কোনো রেকর্ড ছিল না।

আমরা সবসময় ভাবছি এই করবো, সেই করবো, সারাজীবন গুনাহ করে যাবো আর মৃত্যুর ঠিক ৫ মিনিট আগে আমি বলব 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আর পার পেয়ে যাবো –

না, এটা এতো সহজ না। আপনি যেসব কাজ করে অভ্যস্ত সেসব কাজ করতেই করতেই আপনার মারা যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কখনোই ভাববেন না আপনি আল্লাহ কে বোকা বানাবেন। আপনার মনে আল্লাহর ভয় থাকা উচিত। যে ব্যক্তি আল্লাহর আযাব থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

রুহের যাত্রা

পরকালের পথে যাত্রা। রুহের যাত্রা মৃত্যুর পর রুহ কিভাবে আমাদের দেহ ছেড়ে চলে যায় সেই সম্পর্কে একটা দীর্ঘ হাদীস আছে, সেখানে রাসূল (সাঃ) বলেন, "যখন একজন মু'মিন মৃত্যু বরণ করে তখন ফেরেশতারা জান্নাত থেকে কফিন ও সুগন্ধি নিয়ে দুনিয়াতে নেমে আসে এবং সেই মৃত ব্যাক্তির সামনে বসে। তারপর মৃত্যুর ফেরেশতা অবতরণ করে এবং সেই মু'মিন ব্যক্তিকে বলে, " খুশি হও, আনন্দিত হও! তোমার সাথে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার করা ওয়াদার ব্যাপারে আনন্দিত হও!" তারপর তিনি রুহ কে বেরিয়ে আসতে বলেন। তিনি বলেন, "হে প্রশান্ত আত্মা! বেরিয়ে এসো! তোমাকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে নি'আমত দিবেন, সে দিকে বেরিয়ে এসো" (আল ফাজরঃ ২৭-২৮)

রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন যে, সেই রুহ তখন বেরিয়ে আসে, এত সহজে, ঠিক যেভাবে পানির জগ উপুড় করলে তা থেকে পানির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে। দেহ থেকে এই রুহ যেন অতি সহজে, পিছলে বের হয়ে আসে।আর যেই মুহুর্তে মৃত্যুর ফেরেশতা সেই রুহকে দেহ থেকে বের করে আনবেন,

সাথে সাথে সেখানে উপস্থিত অন্যান্য সকল ফেরেশতারা ঝাঁপিয়ে পড়বেন, প্রত্যেকেই চাইবেন যেন তারা সেই রুহকে বহন করার সম্মান লাভ করতে পারেন! এই সম্মান পাওয়ার জন্য তারা কাড়াকাড়ি শুরু করে দিবেন! তারপর তারা এটাকে উপরের দিকে,আসমানের দিকে যেতে থাকবেন। আল্লাহর রাসূল বলেন, যাওয়ার পথে সেই ফেরেশতাদের দল যখনই আরেক দল ফেরেশতার সাক্ষাত লাভ করবেন, তারা সেই অসাধারণ সুগন্ধির সুবাস পেয়ে জিজ্ঞেস করেন, "এটা কার রুহ?"উত্তরে ফেরেশতাদের দল তাদেরকে বলবেন এটা হল অমুক ব্যক্তিয় রুহ এবং তারা সেই রুহকে ভালো ভালো নাম, উপাধি এসব দিয়ে প্রশংসার সাথে পরিচয় করিয়ে দিবেন। এভাবে চলতে চলতে একসময় তারা সবচেয়ে নিচের স্তরের আসমানের দরজার কাছে পৌঁছে যাবেন। আসমানের দরজার কাছে পৌঁছে গেলে তারা সেখানে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি চাইবেন। মুমিন বান্দার রুহের জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে। আমরা জানি আসমানের সাতটি স্তর রয়েছে। আর যখনই এরকম একটা স্তরের আসমানের দরজা খুলে যাবে, তখন ঐ স্তরের আসমানের ফেরেশতারা, সেই রুহ নিয়ে আসা ফেরেশতাদের দলের সাথে সাথে যাবেন যতক্ষণ না তারা এভাবে চলতে চলতে পরবর্তী স্তরের আসমানের দরজার কাছে গিয়ে হাজির হবেন। এভাবেই চারদিক থেকে ফেরেশতাদের দ্বারা ঘেরাও হয়ে সেই রুহ চলতে চলতে এক সময় আল্লাহ্ সুবহানাহু

ওয়া তা'আলার কাছে গিয়ে হাজির হয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেই রুহ কে তখন জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দান করবেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলবেন, "একে আবার মাটিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও কারণ এদের আমি মাটি থেকেই সৃষ্টি করেছি আর সেখানেই তারা ফিরে যাবে। আর সেখান থেকেই আবার একদিন তাদেরকে উঠানো হবে।" এরপর সেই সম্মানিত রুহ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দেয়া সম্মান সাথে করে নিয়ে আবার নিচের দিকে দুনিয়াতে নেমে আসবে।

মুমিন বান্দার রুহের এই সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ সম্পর্কে বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহর রাসূল (সঃ) আমাদেরকে, অবিশ্বাসী কাফির এবং বদ আমলকারী পাপীদের রুহের কি অবস্থা হবে সে সম্পর্কে বলেন। রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ফেরেশতারা জাহান্নাম থেকে একটি কফিন নিয়ে তার কাছে নেমে আসে। মৃত্যুর ফেরেশতা এসে তার কাছে বসে এবং বলে, "হে পাপী আত্মা! আল্লাহ্ ক্রোধ এবং শাস্তির দিকে বেরিয়ে এসো।" তখন ভয়ে সেই পাপী বান্দার রুহ তার দেহের ভিতরে ছড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে এবং প্রতিটি স্নায়ু এবং মাংসপেশি আঁকড়ে ধরে টিকে থাকার চেষ্টা করবে। তা কিছুতেই বেরিয়ে আসতে চাইবেনা। মৃত্যুর ফেরেশতা এই অবাধ্য রুহকে টেনে বের করবেন। আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন, এই রুহ টেনে বের করে আনাটা এতটাই কষ্টদায়ক হবে যে, যেভাবে একটা ভেজা উলের বল থেকে একটা কাঁটাযুক্ত গাছের ডাল টেনে বের করে আনা হয়।এই ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে আরও একবার ভাবুন! কাঁটাযুক্ত একটা ডালকে ভেজা উলের বল থেকে বের করে আনার কথা! মৃত্যুযন্ত্রণায় সেই ব্যক্তির এক একটি স্নায়ু এবং পেশি ছিঁড়ে আসবে। সেই রুহ বের হয়ে আসার পর ফেরেশতারা তাকে পাকড়াও করার জন্য লাফিয়ে পড়বেন। তারা তাকে আটক করে জাহান্নামের সেই কফিনেঢুকিয়ে ফেলবেন এবং আসমানের দিকে নিয়ে যাবেন। আল্লাহর রাসূল (সঃ) বলেন, সেই রুহ থেকে একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ বের হবে এবং ফেরেশতাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা তাকে অভিশাপ দেয়া শুরু করবে এবং জিজ্ঞেস করবে,

"এটি কার রুহ?" তখন বাহক ফেরেশতারা তাকে নিকৃষ্টতম নামে পরিচয় দেবেন। তারপর ফেরেশতারা তাকে প্রথম আসমানে নিয়ে যাবেন এবং আরো উপরে নিয়ে যাবার জন্য অনুমতি চাইবেন। কিন্তু তাদের জন্য আসমানের দরজাগুলো খোলা হবেনা। তখন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলবেন, “এই রুহকে নিম্নতম যমীনে নিক্ষেপ কর"। তখন আল্লাহ্ অপমানের সাথে সেই রুহ কে নিচে ছুঁড়ে ফেলার আদেশ দিবেন। এরপর রুহেরা কবরে ফিরে যায়। এখন আমরা আখিরাতের পরবর্তী পর্যায় আল কবর নিয়ে

কথা বলব। কবর! উস্মান(রাঃ) যখনি কোন ক্কবর দেখতেন তখনই কাঁদতেন। তাই অন্যরা তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন,"

কবরের কথা আপনাকে যেভাবে ভীত করে জান্নাত বা জাহান্নাম আপনাকে সেভাবে উচ্ছ্বসিত বা ভীত করেনা কেন? "উসমান (রাঃ) বলেন, "আমি রসুলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছি যে আখিরাতের প্রথম ধাপ হচ্ছে কবর। যদি তুমি এতে সফল হও তবে পরের ধাপ গুলো তোমার জন্য সহজ হবে। আর যদি তুমি এতে ব্যর্থ হও তবে পরের ধাপ গুলো তোমার জন্য আরো কষ্টদায়ক হবে। আর একারণেই কবরের কথা মনে হলেই আমি কাঁদি।"

আর এইভাবেই শুরু হয় রুহের পথে যাত্রা।

কিয়ামতের ছোট ছোট আলামত

কেয়ামতের পূর্বে কেয়ামতের নিকটবর্তিতার প্রমাণস্বরূপ যে আলামতগুলো প্রকাশ পাবে সেগুলোকে ছোট আলামত ও বড় আলামত এই পরিভাষাতে আখ্যায়িত করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছোট আলামতগুলো কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার অনেক আগেই প্রকাশিতহবে। এর মধ্যে কোন কোন আলামত ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। কোন কোন আলামত নিঃশেষ হয়ে আবার পুনঃপ্রকাশ পাচ্ছে। কিছু আলামত প্রকাশিত হয়েছে এবং অব্যাহতভাবে প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে। আর কিছু আলামত এখনো প্রকাশ পায়নি। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংবাদ অনুযায়ী সেগুলো অচিরেই প্রকাশ পাবে। কেয়ামতের বড় বড় আলামত:

এগুলো হচ্ছে অনেক বড় বড় বিষয়। এগুলোর প্রকাশ পাওয়া প্রমাণ করবে যে, কেয়ামত অতি নিকটে; কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সামান্য কিছু সময় বাকী আছে।

আর ছোট ছোট আলামত:

কেয়ামতের ছোট আলামতের সংখ্যা অনেক। এ বিষয়ে অনেক সহিহ হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে। এখানে আমরা সম্পূর্ণ হাদিস উল্লেখ না করে হাদিসগুলোর শুধু প্রাসঙ্গিক অংশটুকু উল্লেখ করব। কারণ হাদিসগুলো উল্লেখ করতে গেলে উত্তরের কলেবর অনেক বড় হয়ে যাবে। যিনি আরো বেশি জানতে চান তিনি এ বিষয়ে রচিত গ্রন্থাবলী পড়তে পারেন। যেমন- শাইখ উমর সুলাইমান আল-আশকারের "আলকিয়ামতুস সুগরা", শাইখ ইউসুফ আলওয়াবেল এর "আশরাতুস সাআ" ইত্যাদি।

কেয়ামতের ছোট ছোট আলামতের মধ্যে রয়েছে-

১. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত লাভ।

২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু।

৩. বায়তুল মোকাদ্দাস বিজয়।

৪. ফিলিস্তিনের "আমওয়াস" নামক স্থানে প্লেগ রোগ দেখা দেয়া।

৫. প্রচুর ধন-সম্পদ হওয়া এবং যাকাত খাওয়ার লোক না-থাকা।

৬. নানারকম গোলযোোগ (ফিতনা) সৃষ্টি হওয়া। যেমন ইসলামের শুরুর দিকে উসমান (রাঃ) এর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া, জঙ্গে জামাল ও সিফফিন এর যুদ্ধ, খারেজিদের আবির্ভাব, হাররার যুদ্ধ, কুরআন আল্লাহর একটি সৃষ্টি এই মতবাদের বহিঃপ্রকাশ ইত্যাদি।

৭. নবুয়তের মিথ্যা দাবিদারদের আত্মপ্রকাশ। যেমন-
মুসাইলামাতুল কাযযাব ও আসওয়াদ আনসি।

৮. হেজাযে আগুন বের হওয়া। সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি ৬৫৪হিঃ তে এই আগুন প্রকাশিত হয়েছে। এটা ছিল মহাঅগ্নি। তৎকালীন ও তৎপরবর্তী আলেমগণ এই আগুনের বিবরণ দিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যেমন ইমাম নববী লিখেছেন- "আমাদের জামানায় ৬৫৪হিজরিতে মদিনাতে আগুন বেরিয়েছে। মদিনার পূর্ব পার্শ্বস্থ কংকরময় এলাকাতে প্রকাশিত হওয়া এই আগুন ছিল এক মহাঅগ্নি। সকল সিরিয়াবাসী ও অন্য সকল শহরের মানুষ তাওয়াতুর সংবাদের ভিত্তিতে তা অবহিত হয়েছে। মদিনাবাসীদের মধ্যে এক ব্যক্তি আমাকে এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, যিনি নিজে সে আগুন প্রত্যক্ষ করেছেন।"

৯. আমানতদারিতা না-থাকা। আমানতদারিতা ক্ষুণ্নহওয়ার একটা উদাহরণ হচ্ছে- যে ব্যক্তি যে দায়িত্ব পালনের যোগ্য নয় তাকে সে দায়িত্ব প্রদান করা।

১০. ইলম উঠিয়ে নেয়া ও অজ্ঞতা বিস্তার লাভ করা। ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে আলেমদের মৃত্যু হওয়ার মাধ্যমে। সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম এরসপক্ষে হাদিস এসেছে।

১১. ব্যভিচার বেড়ে যাওয়া।

১২. সুদ ছড়িয়ে পড়া।

১৩. বাদ্য যন্ত্র ব্যাপকতা পাওয়া।

১৪. মদ্যপান বেড়ে যাওয়া।

১৫. বকরির রাখালেরা সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করা।

১৬. কৃতদাসী কর্তৃক স্বীয় মনিবকে প্রসব করা। এই মর্মে সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে হাদিস সাব্যস্ত হয়েছে। এই হাদিসের অর্থের ব্যাপারে আলেমগণের একাধিক অভিমত পাওয়া যায়। ইবনে হাজার যে অর্থটি নির্বাচন করেছেন সেটি হচ্ছে- সন্তানদের মাঝে পিতামাতার অবাধ্যতা ব্যাপকভাবে দেখা দেয়া। সন্তান তার মায়ের সাথে এমন অবমাননাকর ও অসম্মানজনক আচরণ করা যাএকজন মনিব তার দাসীর সাথে করে থাকে।

১৭. মানুষ হত্যা বেড়ে যাওয়া।

১৮. অধিকহারে ভূমিকম্প হওয়া।

১৯. মানুষের আকৃতি রূপান্তর, ভূমি ধ্বস ও আকাশ থেকে পাথর পড়া।

২০. কাপড় পরিহিতা সত্ত্বেও উলঙ্গ এমন নারীদের বহিঃপ্রকাশ ঘটা।

২১. মুমিনের স্বপ্ন সত্য হওয়া।

২২. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া বেড়ে যাওয়া; সত্য সাক্ষ্য লোপ পাওয়া।

২৩. নারীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া।

২৪. আরব ভূখণ্ড আগের মত তৃণভূমি ও নদনদীতে ভরে যাওয়া।

২৫. একটি স্বর্ণের পাহাড় থেকে ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদীর উৎস আবিষ্কৃত হওয়া।

২৬. হিংস্র জীবজন্তু ও জড় পদার্থ মানুষের সাথে কথা বলা।

২৭. রোমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া এবং মুসলমানদের সাথে তাদের যুদ্ধ হওয়া।

২৮. কনস্টান্টিনোপল বিজয় হওয়া।

কিয়ামতের ১০টি বড় আলামত

পক্ষান্তরে কেয়ামতের বড় বড় আলামত হচ্ছে সেগুলো যা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুযাইফা বিন আসিদ (রাঃ) এর হাদিসে উল্লেখ করেছেন। সে হাদিসে সব মিলিয়ে ১০টি আলামত উল্লেখ করা হয়েছে: দাজ্জাল, ঈসা বিন মরিয়ম (আঃ) এর নাযিল হওয়া, ইয়াজুজ ও মাজুজ, পূর্বে পশ্চিমে ও আরব উপদ্বীপে তিনটি ভূমিধ্বস হওয়া, ধোঁয়া, সূর্যাস্তের স্থান হতে সূর্যোদয়, বিশেষ জন্তু, এমন আগুনের বহিঃপ্রকাশ যা মানুষকে হাশরের মাঠের দিকে নিয়ে যাবে। এই আলামতগুলো একটার পর একটা প্রকাশ হতে থাকবে। প্রথমটি প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই পরেরটি প্রকাশ পাবে। ইমাম মুসলিম হুযাইফা বিন আসিদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কথাবার্তা বলতে দেখেবললেন: তোমরা কি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছ? সাহাবীগণ বলল: আমরা কেয়ামত নিয়ে আলোচনা করছি। তখন তিনি বললেন: **নিশ্চয় দশটি আলামত সংঘটিত হওয়ার আগে কেয়ামত হবে না। তখন তিনি ধোঁয়া, দাজ্জাল, বিশেষ জন্তু, সূর্যাস্তের স্থান হতে সূর্যোদয়, ঈসা বিন মরিয়মের অবতরণ, ইয়াজুজ- মাজুজ, পূর্ব-পশ্চিম ও আরব উপদ্বীপে তিনটি ভূমি ধ্বস এবং সর্বশেষ ইয়েমেনে আগুন যা মানুষকে হাশরের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে উল্লেখ করেন**। এই আলামতগুলোর ধারাবাহিকতা কী হবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট সহিহ কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন দলিলকে একত্রে মিলিয়ে এগুলোর ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। শাইখ উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল কেয়ামতের বড় বড় আলামতগুলো কি ধারাবাহিকভাবে আসবে?

জবাব দিতে গিয়ে তিনি বলেন: কেয়ামতের আলামতগুলোর মধ্যে কোন কোনটির ধারাবাহিকতা জানা গেছে; আর কোন কোনটির ধারাবাহিকতা জানা যায়নি। ধারাবাহিক আলামতগুলো হচ্ছে- ঈসা বিন মরিয়মের অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজের বহিঃপ্রকাশ, দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ।

প্রথমে দাজ্জালকে পাঠানো হবে। তারপর ঈসা বিন মরিয়ম এসে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। তারপরইয়াজুজ-মাজুজ বের হবে। সাফফারিনী (রহঃ) তাঁর রচিত আকিদার গ্রন্থে এই আলামতগুলোর ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু তাঁর নির্ণয়কৃত এ ধারাবাহিকতার কোন কোন অংশের প্রতি মন সায় দিলেও সবটুকু অংশের প্রতি মন সায় দেয় না। তাই এই আলামতগুলোর ধারাবাহিকতা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ

নয়। আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে- কেয়ামতের বড় বড় কিছু আলামত আছে। এগুলোর কোন একটি প্রকাশ পেলে জানা যাবে, কেয়ামত অতি সন্নিকটে। কেয়ামত হচ্ছে- অনেক বড় একটা ঘটনা। এই মহা ঘটনার নিকটবর্তিতা সম্পর্কে মানুষকে আগেভাগে সতর্ক করা প্রয়োজন বিধায় আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের জন্য বেশ কিছু আলামত সৃষ্টি করেছেন। [মাজমুউ ফাতাওয়া, খণ্ড-২, ফতোয়া নং- ১৩৭] আল্লাহই ভাল জানেন।

কিয়ামতের প্রধান প্রধান আলামত

প্রত্যেকটি মানুষের মৃত্যুই তার জন্য কেয়ামত। তবে এই পৃথিবী একদিন ধ্বংস হবে। যার মধ্য দিয়ে আসমান জমিন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। কোরআনে আল্লাহ তাআলা এই মহা প্রলয়ের কথা বারবার স্মরণ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

" আর তোমরা সেই দিনকে ভয় করো, যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত করা হবে। তখন যে যা অর্জন করেছে তা সম্পূর্ণরূপে প্রদত্ত হবে। আর তাদের প্রতি একটুও জুলুম করা হবে না। (সুরা বাকারা ২৮১)

কেয়ামত একবারে আসবে না। কেয়ামত যে দিনদিন নিকটবর্তী হচ্ছে তা মানুষ বুঝতে পারবে। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন কেয়ামতের অন্যতম একটি আলামত। এরপর বেশ কিছু ছোট ছোট আলামত প্রকাশ পেলেও কেয়ামত যখন কাছাকাছি আসবে তখন বড় বড় কিছু আলামত পাওয়া যাবে। যার মধ্যে ১০টি অন্যতম।

১/ ইমাম মাহদীর আগমন

দুনিয়ায় জুলুম নির্যাতন থেকে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য একজন পথ প্রদর্শক নেতা আসবেন। যাকে আরবিতে বলা হয় ইমাম মাহদী। এ ব্যাপারে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

" মাহদী আসবেন আমার বংশধর হতে। তার কপাল হবে উজ্জ্বল এবং নাক হবে উঁচু। পৃথিবী থেকে জুলুম-নির্যাতন থেকে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য একজন পথ প্রদর্শক নেতা আসবেন। যাকে আরবিতে বলা হয় ইমাম মাহদী। পৃথিবী থেকে জুলুম-নির্যাতন দূর করে দিয়ে ন্যায়-ইনসাফ দ্বারা তা ভরে দেবেন। সাত বছর পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করবেন। (আবু দাউদ ৬৬১২)

২/ দাজ্জালের আগমন

মানব জাতির জন্য দাজ্জালের চেয়ে অধিক বড় বিপদ আর নেই। বিশেষ করে সে সময় যেসব মুমিন জীবিত থাকবেন তাদের জন্য ইমান নিয়ে টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন হয়ে

পড়বে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও দাজ্জালের ফেতনার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার উপায়ও বলে দিয়েছেন।

" একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন। অতঃপর দাজ্জালের আলোচনা করতে গিয়ে বললেন, আমি
দাজ্জালের ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু আমি তোমাদের কাছে দাজ্জালের একটি পরিচয়ের কথা বলব যা কোনো নবীই তার উম্মতকে বলেননি। তা হলো দাজ্জাল অন্ধ হবে। আর আমাদের মহান আল্লাহ অন্ধ নন। (তিরমিজি, কিতাবুল ফিতান) "

৩/ ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.)-এর আগমন

সুরা নিসায় আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ঈসা আলাইহিস সালামকে কেউ হত্যা করেনি বরং তাকে আল্লাহ তাআলা তার কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। কেয়ামতের আগে তাকে আবার পাঠানো হবে। তখন পৃথিবীর সব মানুষ তাকে মেনে নেবে।

৪/ ইয়াজুজ-মাজুযের আগমন

ইয়াজুয-মাজুযের দল বের হওয়া কেয়ামতের একটি অন্যতম বড় আলামত। এরা বের হয়ে পৃথিবীতে বিপর্যয় ও মহা ফিতনার সৃষ্টি করবে। দলে দলে মানব সমাজে চলে এসে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালাবে। তাদের মোকাবিলা করার মতো তখন কারো কোনো শক্তি থাকবে না।

৫/ তিনটি বড় ধরনের ভূমিধস

উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আমি চলে যাওয়ার পর অচিরেই তিনটি স্থানে ভূমিধস হবে। একটি হবে পূর্বাঞ্চলে, একটি হবে পশ্চিমাঞ্চলে এবং আরেকটি হবে আরব উপদ্বীপে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসুল, সৎ লোক বর্তমান থাকতেই কি তাতে ভূমিধস হবে? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, যখন পাপকাজ বেশি হবে। (মসলিম ২৯০১)

৬/ বিশাল একটি ধোঁয়ার আগমন

কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে বিশাল আকারের একটি ধোঁয়া বের হয়ে আকাশ এবং জমিনের মধ্যবর্তী খালি জায়গা পূর্ণ করে ফেলবে। এই ধোঁয়া মুমিন ব্যক্তিদেরকে সামান্য একটু সর্দি-কাশি ও জ্বরে আক্রান্ত করে দেবে। কাফেরদের শরীরের ভেতরে প্রচণ্ডভাবে প্রবেশ করবে। ফলে তাদের শরীর ফুলে যাবে এবং শরীরের প্রতিটি ছিদ্র দিয়ে ধোঁয়া বের হবে। এটি তাদের জন্য একটি যন্ত্রণাদায়ক আজাবে পরিণত হবে।

৭/ পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় হবে

বর্তমানে প্রতিদিন পূর্ব দিক থেকে সূর্য উদিত হচ্ছে। কেয়ামতের আগে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়ে পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় ঘটবে। এটি হবে কেয়ামতের অত্যন্ত সময়ে। পশ্চিমাকাশে সূর্য উঠার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। (বুখারি ৬৫০৬)

৮/ দাব্বাতুল আরদ

কেয়ামতের আগে দাব্বাতুল আরদ্ নামক এক অদ্ভুত জন্তু বের হবে। জন্তুটি মানুষের সাথে কথা বলবে। যা অন্যতম সর্বশেষ ভয়াবহ আলামত। পশ্চিম আকাশে সূর্য উদিত হওয়ার পর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে গেলে এটি বের হবে।

৯/ ইয়েমেন থেকে আগুন

কেয়ামতের পূর্বে ইয়েমেনের আদন নামক স্থানের গর্ত থেকে একটি ভয়াবহ আকারের আগুন বের হয়ে মানুষকে হাশরের দিকে একত্রিত করবে। (আবু দাউদ ৪৩১১)

১০/ কোমল ও ঠান্ডা বাতাসের মাধ্যমে মুমিনের জান কবজ

কেয়ামতের আগে একটি বাতাস এসে মুমিনদের জানকবজ করে নেবে। তারপর পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার নাম উচ্চারণ করার মতো কোনো লোক থাকবে না। নিকৃষ্ট লোকেরাই বেঁচে থাকবে। তাদের ওপরেই কেয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। (মুসলিম ১১৭)

কিয়ামতের দিনের বর্ণনা

কিয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহানাওয়া তায়ালা আদমকে বলবেন, "ও আদম! জাহান্নামের অধিবাসীদের আলাদা কর"। কারণ মানবজাতির একাংশ জাহান্নামে এবং অপরাংশ জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাই আল্লাহ পুরো মানবজাতির পিতা আদমকে বলবেন তার বংশধর হতে জাহান্নামের অধিবাসীদের আলাদা করতে। কিন্তু আদম জানেন না কারা জাহান্নামী। তাই তিনি জিজ্ঞেস করবেন" কারা জাহান্নামের অধিবাসী"? আমার বংশধরদের কি পরিমান অংশ জাহান্নামে প্রবেশ করতে যাচ্ছে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা তাঁকে বলবেন প্রতি হাজারের মধ্যে নয়শত নিরানব্বই জন। প্রতি ১০০০ মানুষের মধ্যে ৯৯৯ জন জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এটা সাহাবাদের হৃদয়ে এক প্রচন্ড আঘাত ছিল এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাদের চেহারা দেখে তা আঁচ করতে পেরেছিলেন । সাহাবাদের হৃদয় ছিল অত্যন্ত সংবেদনশীল। যখন তারা হাদিসটি শুনল তাদের চেহারার রং (কালার) পরিবর্তন হয়ে গেল। তারা নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বুঝতে পেরেছিলেন।

অতপর সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন আমাদের মধ্যে কার নিশ্চয়তা আছে এই প্রতি হাজারের একজন হবে”?

অর্থাৎ সুযোগ এতই ক্ষীণ! অতপর “রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন ইয়াজুজ মাজুজের মধ্যে থেকে হবে ৯৯৯ জন আর তোমাদের মধ্য হতে হবে একজন।“

পুনরুত্থান

আস-সুর হচ্ছে একটা শিঙ্গা। আর যিনি এই শিংগাটি ধারণ করে আছেন, তিনি হচ্ছেন ফেরেশতা ইসরাফিল। রাসুলুল্লাহ সা. তাকে দেখেছেন। তিনি তাকে দেখে এসেছেন মিরাজে। এবং তিনি তাকে দেখে এসে যা বলেছেন সেটা হচ্ছে, এরকম,

"সেই ফেরেশতার দৃষ্টি সবসময় আল্লাহ্ এর আরশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে", কেন?

কারণ, তিনি ভয়ে আছেন, না জানি "কখন সেই সময় চলে আসে, আল্লাহর আদেশ পালনে না আবার দেরি হয়ে যায়, যখন সেই মুহুর্তটি চলে আসবে তখন তিনি আরশের দিকে মুখ ফেরাবারও সময়টুকুও পাবেন না, তাই তিনি

আরশের দিকে তিনি নিবদ্ধ করে রেখেছেন বিচার দিবসের আগমনের অপেক্ষায় জন্য। এরপর রাসুল সা. আরও বলেছেন, তার চোখগুলো দেখতে জ্বলজ্বলে দুটো তারার মত। রাসূল সা. দেখলেন যে তাঁর চোখগুলো জ্বলজ্বলে তারার মত স্থির দৃষ্টিতে আল্লাহর আরশের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায়।

যখন রাসুল সা. এ দৃশ্য দেখলেন, তাঁর নিজের চোখে, তিনি এরপর এই দুনিয়ার থেকে সমস্ত আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন। তারপর তিনি বলেন, কিভাবে আমি নিজেকে উপভোগ করতে পারি?

কিভাবে আমি এই দুনিয়ায় কোন কিছুতে বিনোদন খুঁজে পেতে পারি?
কিভাবে আমি এই দুনিয়ায় কোন মজা পেতে পারি?
যখন "একজন ফেরেশতা সেই শিঙ্গাটা মুখে নিয়ে আছে! আমি এই দুনিয়ায় কোন মজা পেতে পারি?

যখন "একজন ফেরেশতা সেই শিঙ্গাটা মুখে নিয়ে বসে আছে, তার কপাল ঝুঁকে আছে সামনের দিকে, দৃষ্টি ফিরে আছে আরশের দিকে, আর কান খুলে সজাগ হয়ে আছে সেই মহা নির্দেশের জন্য, যখন তিনি সেই শিংগায় ফুৎকার দিবেন।

তিনি অলরেডি মুখে শিংগা নিয়ে বসে আছেন, এমনকি তার কপাল সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে, কান খুলে শুধু সেই মহা আদেশের অপেক্ষায় আছেন কখন সেই মুহূর্তটি আসবে, যখন তাকে শিংগায় ফুৎকারের আদেশ দেয়া হবে, আর তিনি সেই আদেশ পালন করবেন।

রাসুল সা. বলেন,এরপর কিভাবে আমি এই দুনিয়ার স্বাদ, আনন্দ উপভোগ করবো?"

কেমন হবে কাফেরদের

কাফের ব্যক্তির যখন দুনিয়া হতে বিদায় নেয়ার সময় হয় তখন কালো বর্ণের একদল ফেরেশতা এসে উপস্থিত হয়। তাদের সাথে থাকে দুর্গন্ধযুক্ত কাপড়। চোখের দৃষ্টি যতদূর যায় তারা তথায় বসে থাকে। তারপর মালাকুল মাওত এসে তার মাথার পাশে বসেন। তাকে বলেন, ওহে অপবিত্র আত্মা! বেরিয়ে আয় আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির দিকে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কাফের, মুনাফেক ও পাপিষ্ঠ লোকের আত্মা তখন দেহের মাঝে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু ফেরেশতা তাকে এমনভাবে টেনে বের করে যেমনিভাবে লোহার পেরেককে ভেজা পশমের মধ্য থেকে টেনে বের করা হয়। তার রূহ্ বের হওয়ার সময় শরীরের রগসমূহ ছিন্ন- ভিন্ন হয়ে যায়। রূহ বের করার পর ফেরেশতাগণ তাকে মালাকুল মাওতের হাতে চোখের পলক পরিমাণ সময়ও রাখেন না। তারা তাকে উক্ত দুর্গন্ধযুক্ত কাপড়ে রাখেন। তা থেকে মরা-পঁচা মৃত দেহের দুর্গন্ধের ন্যায় দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। ফেরেশতাগণ তাকে আকাশের দিকে উঠাতে থাকে। যেখান দিয়েই গমণ করে সেখানকার ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করেন, এ অপবিত্র আত্মা কার? উত্তরে ফেরেশতাগণ অতি মন্দ নাম উচ্চারণ করে বলতে থাকেন, অমুকের পুত্র অমুকের। দুনিয়ার আকাশে পৌঁছে তার জন্য আকাশের দরজা খুলতে বলা হলে আকাশের দরজা খোলা হয় না। অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন,

لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ

"তাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খোলা হবেনা এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে"। (সূরা আ'রাফ: ৪০)

তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন, তার নাম সাত যমীনের নীচে সিজ্জীনে লিখে দাও। অতঃপর তার রূহ যমীনের যেখানে দাফন করা হয়েছে সেখানে নিক্ষেপ করা হয়। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন,

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سحقين

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করল সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল। অতঃপর মৃতভোজী পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো"। (সূরা আল হজ্জ: ৩১)

অতঃপর তার রূহকে দেহে ফেরত দেয়া হয়। তখন দু'জন ফেরেশতা আগমন করেন এবং তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তোর প্রভু কে? সে উত্তর দেয়, আফসোস! আফসোস! আমি জানি না। আবার জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের কাছে যে লোকটিকে পাঠানো হয়েছিল তার সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? সে উত্তরে বলে, হায় আফসোস! হায় আফসোস! আমি তাও জানি না। তখন আকাশ থেকে এক ঘোষক ঘোষণা করেন, এ লোক মিথ্যা বলছে। তাকে জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তার জন্য জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দাও। যাতে তার কাছে জাহান্নামের গরম বাতাস, তাপ পৌঁছতে পারে। তার কবর অতি সংকীর্ণ করে দেয়া হয়। মাটি তাকে এমনভাবে চেপে ধরে যাতে তার এক পার্শ্বের হাড্ডী অপর পার্শ্বে ঢুকে যায়। অতঃপর কালো চেহারা বিশিষ্ট, কালো পোষাক পরিহিত ও দুর্গন্ধযুক্ত এক ভয়ানক আকারের লোক এসে বলতে থাকে, তুই দুঃখের সংবাদ গ্রহণ কর্। ধ্বংস হোক তোর! আজ তোর সেই দিন যার অঙ্গিকার তোর সাথে করা হয়েছিল। তখন কাফের বা মুনাফেক ব্যক্তি বলে, তোমার পরিচয় কী? তোমার চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে তুমি কোনো দুঃখের সংবাদ নিয়ে এসেছো। উত্তরে লোকটি বলে, আমি তোর্ সেই খারাপ আমল যা তুই দুনিয়াতে করেছিলে। তখন সে বলবে, হে আল্লাহ! কিয়ামত যেন না হয়। [1] ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ, হাকেম, আবু আওয়ানা ও ইবনে হিববান হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে কবরের এ ভয়াবহ আযাব থেকে হেফাযত করেন। আমীন

আকীদা তাহবীয়ার ভাষ্যকার ইমাম ইবনে আবীল ইয রাহিমাহুল্লাহ বলেন, বারা ইবনে আযিবের উপরোক্ত হাদীছ থেকে যা আবশ্যক

হয় সমস্ত আহিলস সন্নাত ও মহাদ্দিছগণ তাই গ্রহণ করেছেন। সহীহ বুখারীতে উক্ত হাদীছের সমর্থন রয়েছে। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, মুমিন ব্যক্তির রূহ কবয করার ব্যাপারে উপরোক্ত যে হাদীছে বলা হয়েছে, মুমিনের রূহ ঐ আসমানে উঠানো হয় যেখানে আল্লাহ পাক রাববুল আলামীন রয়েছেন, তা একটি

প্রসিদ্ধ হাদীছ। এর সনদ ভালো। হাদীছে রয়েছে যে, فيها الله যাতে রয়েছেন আল্লাহ! এ কথাটি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের বাণীর মতই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

"তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়ে গেছ যে, যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের মাটির মধ্যে ধসিয়ে দেবেন? অতঃপর ভূপৃষ্ঠ জোরে ঝাঁকুনি খেতে থাকবে, কিংবা যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ করবেন, এ ব্যাপারেও কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গিয়েছো? তখন তোমরা জানতে পারবে আমার ভীতি প্রদর্শন কেমন? (সূরা মুলক: ১৬-১৭)

[1]. মুসনাদে আহমাদ, বারা ইবনে আযীবের হাদীছ

কিয়ামতের আলামত বিষয় মুমিনের যা করণীয়

নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত সময়ের জন্য পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তায়ালা। নির্ধারিত সময়ের পর পৃথিবী ধ্বংস করে দেবেন তিনি। পৃথিবীর ধ্বংসের দিন বা ক্ষণকে কিয়ামত বলা হয়। কিয়ামত সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে-

'যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে- একটি মাত্র ফুঁক; তখন জমিন ও পর্বতমালাকে উড়ানো হবে। মাত্র একটি আঘাতে সব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। ফলে সে দিন মহাপ্রলয় সংঘটিত হবে। আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে। ফলে সেদিন তা হয়ে যাবে দুর্বল বিক্ষিপ্ত। ফেরেশতারা আসমানের বিভিন্ন প্রান্তে থাকবে। সেদিন তোমার রবের আরশকে আটজন ফেরেশতা তাদের ঊর্ধ্বে বহন করবে। সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে। তোমাদের কোনো গোপনীয়তাই গোপন থাকবে না। (সূরা আল হাক্কাহ, আয়াত (১৩-১৮)।

শুধু এই অপেক্ষাই করছে যে, কেয়ামত অকস্মাৎ তাদের কাছে এসে পড়ুক। বস্তুত কেয়ামতের লক্ষণসমূহ তো এসেই পড়েছে। সুতরাং কেয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?' (সূরা মুহাম্মদ, আয়াত : ১৮)

কিয়ামতের আলামত নিয়ে হাদিসে বিস্তারিত আলোচনা করছেন রাসূল সা.। শুধু একটি বা নির্দিষ্ট কোনো আলামত প্রকাশের মাধ্যমে কিয়ামত সংঘটিত হবে না। বরং একাধিক আলামত প্রকাশের পর কিয়ামত সংঘটিত হবে। কিয়ামতের আলামত বিষয়ে অনেক আলোচনা রয়েছে। একজন মুমিনের উচিত আকীদার অন্যান্য বিষয়ের মতো এ বিষয়ে কোরআন ও হাদিসের নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করা। এগুলোর ব্যাখ্যা ও প্রকৃতি জানা আমাদের দায়িত্ব নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ বিষয়ক ব্যাখ্যা ভিত্তিহীন ও অন্তহীন বিতর্ক সৃষ্টি করে।

কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আগে বেশ কিছু আলামত প্রকাশ পাবে। যার মাধ্যমে বোঝা যাবে যে, কেয়ামত নিকটবর্তী। হাদিসে যে ভূমিধ্বসের কথা বলা হয়েছে তা কি তুরস্কের ভূমিকম্প? ইরানের ভূমিকম্প? জাপানের সুনামি? না তা ভবিষ্যতে ঘটবে? কবে ঘটবে? অথবা: ইয়াজুজ-মাজুজ কারা, তারা কি তাতার? চেঙ্গিশ খানের বাহিনী? চীন জাতি? অন্য কোনো জাতি? কোথায় তারা থাকে? তারা বের হয়েছে না বের হবে?

অথবা- দাজ্জাল কে? ইসরায়েল রাষ্ট্র? আমেরিকা? দাজ্জাল কি বের হয়েছে? না ভবিষ্যতে হবে? কখন তার আবির্ভাব ঘটবে? কিয়ামতের আলামত বিষয়ক এ জাতীয় প্রশ্ন বা গবেষণার নামে সময় নষ্ট করে দুনিয়া ও আখিরাতে মুমিনের কোনোই লাভ হয় না, তবে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়। ইবাদত, দাওয়াত, উপার্জন, আল্লাহর হক, বান্দার হক ইত্যাদি জরুরি কাজ ফাঁকি দিতে মুমিনকে এমন অকারণ বিতর্কে লিপ্ত করে শয়তান।

মুমিনের দায়িত্ব সাধারণভাবে বিশ্বাস করা যে, কিয়ামতের আগে এ সকল আলামত দেখা যাবে। এ সকল বিষয়ে কোরআন ও সহিহ হাদিসে যা বলা হয়েছে সবই সত্য। যখন তা ঘটবে তখন মুমিনরা জানবেন যে কিয়ামত ক্রমান্বয়ে এগিয়ে আসছে।
এগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আল্লাহই জানেন। এর ব্যাখ্যা জানার দায়িত্ব মুমিনকে দেওয়া হয়নি। মুমিনের দায়িত্ব দুনিয়া ও আখিরাতে কাজে লাগার মতো জ্ঞানচর্চা ও গবেষণা করা।
কোরআন-হাদীস অনুসন্ধান করে মানুষের প্রায়োগিক জীবনের সমাধান দেওয়ার জন্য গবেষণা করতে নির্দেশ দেয় ইসলাম। চিকিৎসা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি সকল মানব-কল্যাণ বিষয়ক গবেষণার নির্দেশ দেয় ইসলাম। এ সকল বিষয়ে গবেষণা-অনুসন্ধান মানুষকে একটি নিশ্চিত ফলাফল লাভের পথে নিয়ে যায়। কিন্তু গায়েবি বিষয় নিয়ে গবেষণার নামে অকারণ বিতর্ক কোনো ফলাফল দেয় না। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.-কে ইয়াজুজ-মাজুজ বা দাজ্জাল বলতে কী বুঝিয়েছেন সে বিষয়ে হাজার বছর এভাবে গবেষণা নামের প্রলাপ-বিলাপ ও বিতর্ক করেও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না।

ইমাম আবু হানীফা উল্লেখ করেছেন যে, এ সকল বিষয়ে শুধুমত্র সহিহ হাদিসের উপর নির্ভর করতে হবে। এটিই আহলুস সুন্নাতের মূলনীতি। শুধু সহিহ হাদিমের উপর নির্ভর করা দুর্বল ও ভাল বর্ণনা বার্জনহাদিসের উপর নির্ভর করা, দুর্বল ও জাল বর্ণনা বর্জন করা এবং সহীহ হাদিসে বর্ণিত বিষয়গুলি অপব্যাখ্যা না করে সরল অর্থে বিশ্বাস করা।

সূত্র: ইমাম আবু হানিফা রহ. রচিত আল ফিকহুল আকবার, ব্যাখা ও অনুবাদ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর।

কিয়ামতে জবাবদিহিতা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, কিয়ামত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগ পর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সরতে পারবে না।
১/ তার জীবনকাল সম্পর্কে, কিভাবে অতিবাহিত করেছে?

২/ তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কী কাজে তা বিনাশ করেছে?
৩/ তার ধনসম্পদ সম্পর্কে, কোথা থেকে তা উপার্জন করেছে?
৪/ এবং তা কী কী খাতে খরচ করেছে?
৫/ এবং সে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে মোতাবেক কী কী আমল করেছে?
(জামে তিরমিজি, হাদিস: ২৪১৬)

রাজা-প্রজা, ধনী-গরিব সবার জন্য আল্লাহ তাআলা জবাবদিহির ব্যবস্থা করেছেন। মানুষ যখন জবাবদিহির কাঠগড়া থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন তার মধ্যে নানা রকম অন্যায়-অনাচার বাসা বাঁধতে থাকে।মানুষ যখন পরকালের বিশ্বাস থেকে সরে আসে, সেখানে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে- এই ভাবনা থেকে দূরে সরে যায়, তখনই তার ওপর শয়তান পরিপূর্ণভাবে জেঁকে বসে। শয়তান তাকে বিভিন্নভাবে ধোঁকা দিয়ে বিভ্রান্ত করে। এজন্য প্রিয় নবী (সা.) আমাদের সতর্ক করেছেন তোমাদের একদিন আল্লাহর কাছে যেতে হবে, তাঁর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল। প্রতিটি সময় প্রতিটি মুহূর্ত সব কিছুর জবাব দিতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সেদিন তোমাদের নিয়ামতসমূহের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।' (সুরা : তাকাসুর, আয়াত : ৮)

আল্লাহ তাআলা আমাদের দুনিয়াতে কিছুদিনের জন্য পাঠিয়েছেন। আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছেন। বিবেক দিয়েছেন, বুদ্ধি দিয়ে ভালো-মন্দ যেকোনো কিছু করার যোগ্যতা দিয়েছেন।

আমরা চাইলে ভালো কাজও করতে পারি, চাইলে খারাপ কাজ করে নিজেকে কলুষিত করতে পারি। সবই বান্দার ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। তবে এর সঙ্গে বলে দিয়েছেন যে দুনিয়ায় যারা ভালো কাজ করবে, সৎ আমল করবে, তারা এর উত্তম প্রতিদান পাবে এবং তাদের জন্য পরকালে আছে সুখময় জীবনব্যবস্থা।
বিপরীতে যারা নিজের মনমতো চলবে তাদের জন্য আছে কঠিন শাস্তি।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যে ব্যক্তিই মুমিন থাকা অবস্থায় সৎকর্ম করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন যাপন করাব এবং তাদেরকে তাদের উৎকৃষ্ট কর্ম অনুযায়ী তাদের প্রতিদান অবশ্যই প্রদান করব।' (সুরা : নাহল, আয়াত: ৯৭)

মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের ভালো-মন্দ যেকোনো কিছু করার শক্তি দিয়েছেন। কিন্তু এর মানে এটা নয়, আমরা যা চাই তাই কমানে এটা নয়, আমরা যা চাই তাই করতে পারব। প্রত্যেককে একটি সীমাবদ্ধতা দিয়ে দিয়েছেন। বান্দাকে এর ভেতরে থাকতে হবে। যদি বান্দা এর ভেতর না থাকে, তাহলে এর ক্ষতি সে দুনিয়ায় নিজেই ভোগ করবে এবং পরকালে তো তার শাস্তি আছে। এ জন্য দুনিয়ার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় মানুষের জন্য কিছু নিয়ম- কানুন বেঁধে দিয়েছেন। মানুষ সেই নিয়ম অনুযায়ী চললে তার দুনিয়ার জীবন সুন্দর হবে এবং পরকালেও থাকবে তার জন্য অনাবিল সুখ ও শান্তি।
আমরা শয়নে-স্বপনে, প্রকাশ্যে-গোপনে যা কিছু করি সব কিছুই তার কাছে আছে। আমার জীবন, যৌবন, আমার সম্পদ, এগুলো আমি কোন কাজে ব্যয় করেছি-এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আমাকে জিজ্ঞেস করবেন। এর জবাব দেওয়া ছাড়া এক কদম সামনে বাড়াও সম্ভব নয়। এই প্রশ্নের সম্মুখীন সবার হতে হবে। ধনী- গরিব শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব শ্রেণির পেশার মানুষদের এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। এমনটা ভাবার সুযোগ নেই, যারা বিত্তবান কিংবা শিক্ষিত তাদেরই শুধু আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে, বাকিদের দাঁড়াতে হবে না। তাই নিজেকে জিজ্ঞেস করা উচিত, আমার এই মূল্যবান জীবনকে আমি কোন কাজে ব্যয় করেছি। অবহেলা ও উদাসীনতায় এ জীবন ক্ষয় করা যাবে না। **ওমর (রা.)-এর প্রসিদ্ধ বাণী আছে-তোমাদের থেকে হিসাব নেওয়ার আগেই তোমরা নিজেরাই নিজেদের হিসাব নাও। তোমাদের ওজন করার আগে নিজেরাই নিজেদের ওজন করো। কারণ আজ যদি নিজেদের হিসাব নাও তাহলে আগামীকাল কিয়ামত দিবসে তোমাদের হিসাব তোমাদের জন্য সহজ হবে। (কিতাবুজ জুহুদ : ১/১০৩)**

চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার প্রধান প্রধান কারণ

প্রত্যেক শাস্তির একটা সীমা আছে। কিন্তু সে কোন্ অপরাধ যার শাস্তি অসীম? কুরআন কারীম যারা (অর্থসহ) পড়েন, তাঁরা অবশ্যই সেই সকল অপরাধ সম্বন্ধে অবহিত হবেন। এখানে কতিপয় অপরাধের কথা উল্লেখ করা হলঃ

১। কুফরী ও শির্কঃ

প্রত্যেক কাফের মুশরিক নাও হতে পারে। তবে প্রত্যেক মুশরিক অবশ্যই কাফের। সুতরাং আমভাবে কুফরী এমন এক অপরাধ, যার জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নাম ভোগ করতে হবে। কুফরী মানে অস্বীকার, অবিশ্বাস; আল্লাহকে অবিশ্বাস অথবা আল্লাহর কিছুকে অবিশ্বাস। কপটতা বা মুনাফিকীর কুফরী, সন্দেহ পোষণের কুফরী, কিছুতে বিশ্বাস ও কিছুতে অবিশ্বাসের কুফরী, আদেশ-নিষেধ অমান্য করার কুফরী ইত্যাদি। মহান আল্লাহ বলে,

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِوَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ 11 ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ 12

অর্থাৎ, ওরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের দু'বার মৃত্যু দিয়েছ এবং দু'বার আমাদেরকে জীবিত করেছ। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করলাম। এখন নিষ্কৃতির কোন পথ মিলবে কি?' ওদেরকে বলা হবে, তোমাদের এ শাস্তি তো এ জন্যে যে, যখন এককভাবে আল্লাহকে আহবান করা হত, তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে। আর তার শরীক স্থির করা হলে তোমরা বিশ্বাস করতে। সুতরাং সুউচ্চ, মহান আল্লাহরই সমস্ত কর্তৃত্ব।”
(মু'মিনঃ ১১-১২।)

قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

অর্থাৎ, তারা বলবে, তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনাবলী সহ তোমাদের রসূলগণ আসেনি?' (জাহান্নামীরা) বলবে, অবশ্যই এসেছিল। (প্রহরীরা) বলবে, তবে তোমরা প্রার্থনা করতে আর সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদের প্রার্থনা বিফলে যায়।(মুমিন,৫০।) '

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 70 إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ
يُسْحَبُونَ 71 فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ 72 ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ 73 مِن
دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ 74 ذَٰلِكُم بِمَا

كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ 75 ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ 76

অর্থাৎ, ওরা গ্রন্থ ও আমার রসূলদেরকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছিলাম, তা মিথ্যাজ্ঞান করে। সুতরাং শীঘ্রই ওরা জানতে পারবে। যখন ওদের গলদেশে বেড়ি ও শিকল থাকবে, ওদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর ওদেরকে অগ্নিতে দগ্ধ করা হবে; পরে ওদেরকে বলা হবে, কোথায় তারা, যাদেরকে তোমরা শরীক করতে---আল্লাহকে ছেড়ে?' ওরা বলবে, ওরা তো আমাদের নিকট থেকে অদৃশ্য হয়েছে; বরং পূর্বে আমরা এমন কিছুকে আহবান করিনি, যার কোন সত্তা ছিল। এভাবে আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে বিভ্রান্ত করে থাকেন। এটা এ কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে অযথা আনন্দ করতে ও দম্ভ করতে। ওদেরকে বলা হবে, জাহান্নামে চিরকাল বসবাসের জন্য ওতে প্রবেশ কর, কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল।

مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا 100 خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا
101

অর্থাৎ, যে কেউ এ হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, ফলতঃ সে কিয়ামতের দিন (মহাপাপের) বোঝা বহন করবে। ঐ (পাপের শাস্তি) তে ওরা স্থায়ী হবে এবং কিয়ামতের দিন এই বোঝা ওদের জন্য কত মন্দ হবে। (ত্বহাঃ ১০০- ১০১)।

وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ 92 مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ 93 فَكُبْكِبُوا فِيهَا
هُمْ وَالْغَاوُونَ 94 وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ 95 قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ اساس

96 تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ 97 إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ 98

অর্থাৎ, ওদের বলা হবে, তারা কোথায় যাদের তোমরা উপাসনা করতে; আল্লাহর পরিবর্তে? ওরা কি তোমাদের সাহায্য করতে আসবে? না ওরা আত্মরক্ষা করতে সক্ষম? অতঃপর ওদের এবং পথভ্রষ্টদের অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং ইবলীসের বাহিনীর সকলকেও। ওরা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে, আল্লাহর শপথ!

আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম, যখন আমরা তোমাদেরকে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সমকক্ষ গণ্য করতাম।' (শুআরাঃ ৯২-৯৮)।

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا

অর্থাৎ, বরং ওরা কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করে। আর যারা কিয়ামতকে মিথ্যা মনে করে, তাদের জন্য আমি জ্বলন্ত জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছি।(ফুরকান/৭২।

জাহান্নামের আজাবের ভয়াবহতা কেমন হবে?

আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে মানুষ ও জিনকে পাঠিয়েছেন তার ইবাদত করার জন্য। যারা তার ইবাদত করবে তাদেরকে তিনি জান্নাত দিবেন। আর যারা করবে না তারা জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হবে।
কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সবার বিচার করবেন এবং অপরাধীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন, 'কেয়ামতের দিন আমি ন্যায়সঙ্গতভাবে মানদণ্ড স্থাপন করব। ফলে কারও প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না। যদি কোনো কর্ম তিল পরিমাণও হয়, তবে তাও আমি উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।' (সুরা আম্বিয়া ৪৭)।

জাহান্নামে কারা জ্বলবে এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তবে তোমরা ভয় করো সেই আগুনকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।' (সুরা বাকারা ২৪)

জাহান্নামের বর্ণনা দিতে আরেক জায়গায় তিনি বলেন, 'প্রকৃত ব্যাপার হলো, তারা কেয়ামতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, আর যে কেউ কেয়ামতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে আমি তার জন্য প্রজ্বলিত আগুন তৈরি করে রেখেছি। তা যখন দূর থেকে তাদেরকে দেখবে, তখন তারা শুনতে পাবে তার ফোঁস-ফোঁসানি ও গর্জন ধ্বনি। যখন তাদেরকে ভালোভাবে তার কোনো সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা মৃত্যুকে ডাকবে। তখন তাদেরকে বলা হবে, আজ তোমরা মৃত্যুকে কেবল একবার ডেক না; মৃত্যুকে ডাকতে থাকো বারবার।' (সুরা ফুরকান ১১-১৪)

সত্তর হাত লম্বা বেড়ি গলায় পরানো হবে। আল্লাহ তাআলা কেয়ামত দিবসে বলবেন, 'ধর ওকে এবং ওর গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। তারপর ওকে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। তারপর ওকে এমন শিকলে গেঁথে দাও, যার পরিমাণ হবে সত্তর হাত।' (সুরা হাক্কাহ ৩০-৩২)

জাহান্নামের শাস্তির ভয়াবহতা বোঝা যায় এই আয়াতে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'সেদিন আল্লাহর সমান শাস্তিদাতা কেউ হবে না এবং তার বাঁধনের মত কেউ বাঁধতে পারবে না।' (সুরা ফাজর ২৫-২৬)।

উপুড় করে মাথা নিচে রেখে টেনেহিঁচড়ে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বস্তুত এসব অপরাধীরা বিভ্রান্তি ও বিকারগ্রস্ততায় পতিত রয়ে যেদিন তাদেরকে উপুড় করে (মুখের ওপর ভর) করে আগুনের দিকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে, (সেদিন তাদের চৈতন্য ফিরবে এবং তাদের বলা হবে) জাহান্নামেরস্পর্শ-স্বাদ ভোগ কর।' (সুরা ক্বামার ৪৭-৪৮)।

কবরে নাফরমানদের লোহার হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করা হবে। হাদিসে এসেছে, হজরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কাফির ব্যক্তি যখন কবরে মুনকার-নাকিরের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না তখন আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী বলেন, 'সে মিথ্যা বলেছে। তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জাহান্নামের পোশাক পরিয়ে দাও। তারপর তার জন্য জাহান্নামের দিকে একটি দরজা খুলে দাও।'

নবী করিম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তখন তার দিকে জাহান্নামের গরম হাওয়া আসতে থাকে। কবরকে তার জন্য এত সংকীর্ণ করে দেয়া হয়, যাতে তার এক দিকের পাঁজর অন্যদিকের পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যায়। অতঃপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে নিযুক্ত করা হয়, যার সঙ্গে একটি লোহার হাতুমি যদি এই হাতুড়ি দ্বারা কোনো পাহাড়কে আঘাত করা হয়, তাহলে সেটি সঙ্গে সঙ্গে ধূলিকণায় পরিণত হয়ে যাবে।
সেই ফেরেশতা এ হাতুড়ি দ্বারা তাকে আঘাত করেন, আর সে ওই আঘাতের চোটে এত বিকট চিৎকার করে যে, মানুষ ও জিন ব্যতীত পৃথিবীর সব কিছুই শুনতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। তারপর আবার তার দেহে আত্মা ফিরিয়ে দেয়া হয়। এভাবে তার শাস্তি চলতে থাকে (কেয়ামত পর্যন্ত)।' (আবু দাউদ ৪৭৫৩)
আল্লাহর কাছে আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করি।

জান্নাতের বিবরণ

জান্নাত এক অতুলনীয় শান্তিনিকেতন। জান্নাত মুমিনদের সুখের বাসা। ইচ্ছাসুখের নীড়। চক্ষুশীতলকারী আনন্দালয়। চির স্বাচ্ছন্দ্যের প্রমোদোদ্যান। নয়ন-জুড়ানো তার মাটি। মন মাতানো তার সৌরভ। হৃদয়ভলানো তার সৌন্দর্য।

জান্নাতের বিলাস-সামগ্রী বর্ণনাতীত, কল্পনাতীত। দুনিয়ার কোন সামগ্রী তার উদাহরণ ও উপমা হতে পারে না। মানুষ যত উচ্চ মানেরই সুখ-সামগ্রী আবিষ্কার করুক না কেন, জান্নাতের সুখ-সামগ্রীর সাথে কোন তুলনাই হবে না। জান্নাতের আলো, সুগন্ধি, অট্টালিকা, নদী-নহর, বৃক্ষ-ফল, খাদ্যপানীয়, সুন্দরী স্ত্রী, লেবাস-পোশাক ইত্যাদি সবকিছুই নজীরবিহীন।

জান্নাতের বিবরণ দিতে গিয়ে মহানবী (ﷺ) বলেছেন, "(তার অট্টালিকার) একটি ইট সোনার, একটি ইট চাদির
সংযোজক হল তীব্র সুগন্ধময় কস্তুরী। তার পাথর-কাঁকর হল মণি-মুক্তা। তার মাটি হল জাফরান। যে তাতে প্রবেশ করবে, সে সুখী হবে এবং কোন কষ্ট পাবে না। চিরস্থায়ী হবে, মৃত্যুবরণ করবে না। তার লেবাস-পোশাক পুরাতন হবে না। তার যৌবন নষ্ট হবে না।" (আহমাদ, তিরমিযী, দারেমী)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا

অর্থাৎ, তুমি দেখলে সেখানে দেখতে পাবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য। (দাহরঃ ২০)

এ ছাড়া মহান আল্লাহ যা গুপ্ত রেখেছেন, তা মানুষের কল্পনার বাইরে।
রাসূলুল্ল ﷺ বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন জিনিস প্রস্তুত রেখেছি, যা কোন চক্ষ দর্শন করেনি, কোন কর্ণ শ্রবণ করেনি এবং যার সম্পর্কে কোন মানুষের মনে ধারণাও জন্মেনি। তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পাঠ করতে পার; যার অর্থ, "কেউই জানে না জন্য তার কতকর্মের বিনিময় স্বরূপ নয়ন- প্রীতিকর কি পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে (সাজদাহঃ ১৭, বুখারী-মুসলিম।

জান্নাতের সবচেয়ে বড় নিয়ামত

রাসুলল্লাহ ﷺ বলেছেন, "জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, তখন মহান বর্কতময় আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের জন্য আরো কিছু বেশি দিই? তারা বলবে, 'তুমি কি আমাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করে দাওনি? আমাদেরকে তুমি জান্নাতে প্রবিষ্ট করনি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাওনি?' অতঃপর আল্লাহ (হঠাৎ গর্বের) পর্দা সরিয়ে দেবেন এবং তারা তার চেহারা দর্শন লাভ করবে। সুতরাং জান্নাতের লব্ধ যাবতীয় সুখ-সামগ্রীর মধ্যে জান্নাতীদের নিকট তাদের প্রভুর দর্শন (দীদার)ই হবে সবচেয়ে বেশী প্রিয়। (মুসলিম)। মহান আল্লাহ বলেছেন,

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ وج أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

অর্থাৎ, যারা কল্যাণকর কাজ করে, তাদেরজন্য রয়েছে কল্যাণ (জান্নাত) এবং আরো অধিক (আল্লাহর দীদার)। তাদের মুখমণ্ডলকে মলিনতা আচ্ছন্ন করবে না এবং লাঞ্ছনাও না; তারাই হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল বাস করবে। (ইউনুসঃ ২৬)

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ 22 إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ23

অর্থাৎ, সেদিন বহু মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

(কিয়ামাহঃ ২২-২৩)

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, এক রাতে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে ছিলাম। হঠাৎ তিনি পূর্ণিমার রাতের চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শোন! নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে তেমনি স্পষ্ট দেখতে পাবে, যেমন স্পষ্ট ঐ চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ। তাঁকে দেখতে তোমরা কোন ভিড়ের সম্মুখীন হবে না।" (বুখারী-মুসলিম)

এ দীদার হবে জান্নাতে। জাহান্নামীরা সেই দীদার কোথায় পাবে? তারা তাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি বলেই তো তার চেহারা দর্শনেও বঞ্চিত হবে। তিনি বলেছেন,

كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ

অর্থাৎ, কক্ষনো না, অবশ্যই তারা সেদিন তাদের প্রতিপালক (দর্শন) থেকে পর্দাবৃত থাকবে। (মুত্বাফফিফীনঃ ১৫)।

আটটি জান্নাতের নাম

কেউ কেউ আটটি জান্নাতের নাম উল্লেখ করলেও আসলে সে নামগুলি সকল জান্নাতেরই গুণবাচক নাম। অবশ্য কোন কোন জান্নাতের নাম স্পষ্টতঃ উল্লেখ হয়েছে। যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ফিরদাউসঃ

এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا 107 خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য আছে ফিরদাউসের উদ্যান। সেথায় তারা স্থায়ী হবে; এর পরিবর্তে তারা অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হওয়া কামনা করবে না। (কাহফঃ১০৭-১০৮)।

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

অর্থাৎ, অবশ্যই বিশ্বাসিগণ সফলকাম হয়েছে। যারা ... তারাই হবে উত্তরাধিকারী। উত্তরাধিকারী হবে ফিরদাউসের; যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে। (মু'মিনূনঃ ১-১১)।

আনাস (রাঃ) বলেন, উম্মে রুবাইয়ে' বিন্তে বারা' যিনি হারেষাহ ইবনে সূরাকাহর মা, তিনি নবী(ﷺ)-এর নিকট এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে হারেষাহ সম্পর্কে কিছু বলবেন না? সে বদরের দিনে খুন হয়েছিল। যদি সে জান্নাতী হয়, তাহলে ধৈর্য ধারণ করব, অন্যথা তার জন্য মন ভরে অত্যাধিক কান্না করব।' তিনি বললেন, "হে হারেষার মা! জান্নাতের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের জান্নাত আছে। আর তোমার ছেলে সর্বোচ্চ ফিরদাউস (জান্নাতে) পৌছে গেছে।" (বুখারী)

মহানবী(ﷺ) বলেন, "অবশ্যই জান্নাতে একশ'টি দরজা (মর্যাদা) রয়েছে, যা আল্লাহ তার পথে জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন; দুটি দরজার মধ্যবর্তী ব্যবধান আসমান ও

জমিনের মত। সুতরাং তোমরা(জান্নাত) চাইলে ফিরদাউস' চেয়ো। কারণ তা হল জান্নাতের মধ্যভাগ ও জান্নাতের উপরিভাগ, আর তার উপরে রয়েছে রহমানের আরশ।" (বুখারী ২৭৯০ নং)

'আদন'সঃ

'আদন' মানে চিরস্থায়ী। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَٰلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ

অর্থাৎ, ওটা স্থায়ী জান্নাত যাতে তারা প্রবেশ করবে; ওর নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত; তারা যা কিছু কামনা করবে তাতে তাদের জন্য তাই থাকবে; এভাবেই আল্লাহ সাবধানীদেরকে পুরস্কৃত করেন। (নাহলঃ ৩১)

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَاأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا

অর্থাৎ, তাদেরই জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত; যার নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেথায় তাদেরকে স্বর্ণ-কঙ্কণে অলঙ্কৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সুক্ষ ও স্থূল রেশমের সবুজ বস্ত্র ও সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর সে পুরস্কার ও কত উত্তম সে আশ্রয়স্থল। (কাহফঃ ৩১)

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

অর্থাৎ, তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, যেখানে তাদের স্বর্ণ-নির্মিত কঙ্কণ ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং যেখানে তাদের পোশাকপরিচ্ছদ হবে রেশমের। (ফাত্বিরঃ ৩৩)

جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا

অর্থাৎ, সেই স্থায়ী জান্নাত, যার প্রতিশ্রুতি পরম দয়াময় নিজ দাসদেরকে অদৃশ্যভাবে দিয়েছেন; নিশ্চয় তার প্রতিশ্রুত বিষয় অবশ্যম্ভাবী। (মারয়ামঃ ৬১(

এ ছাড়া আরো বহু আয়াতে এ জান্নাতের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

মহানবী (ﷺ)স্বপ্নে আদন জান্নাত দর্শন

করেছেন। (বুখারি)

তিনি বলেছেন, "দু'টি জান্নাত চাদির, তার পাত্র ও সবকিছু চাদির। দু'টি জান্নাত সোনার, তার পাত্র ও সবকিছু সোনার। আদ্ম জান্নাতে (জান্নাতী) লোকেদের দীদার ও তাদের প্রতিপালকের মাঝে কেবল তার চেহারার উপর গৌরবের চাদর থাকবে।" (বুখারী-মুসলিম

খুলদঃ

খুলদ' মানেও চিরস্থায়ী। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا

অর্থাৎ, ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, এটিই শ্রেয়, না স্থায়ী বেহেশ্ত; যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে সাবধানীদেরকে?' এটিই তো তাদের প্রতিদান ও প্রত্যাবর্তনস্থল। (ফুরক্বান: ১৫)

সাহাবী ইবনে মাসউদ দুআয় বলেছিলেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَنُ , وَنَعِيمًا لا يَنْفَدُ, وَمُرَافَقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْلَى غُرَفِ جَنَّةِ الْخُلْدِ

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অটল ঈমান চাই, অফুরন্ত নেয়ামত চাই এবং আদন জান্নাতের সবার উপরেমুহাম্মাদ-)ﷺ(এর সঙ্গ চাই। (সিঃ সহীহাহ ২৩০ ১নং)।

নাঈমঃ

নাঈম' মানে সম্পদশালী, সুখময়। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদের প্রতিপালক তাদের বিশ্বাসের কারণে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন, শান্তির উদ্যানসমূহে তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে নদীমালা প্রবাহিত থাকবে। (ইউনুসঃ ৯)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে সখের উদ্যানবাজি।10.

اساس

করে, তাদের জন্য আছে সুখের উদ্যানরাজি।

(লুকমানঃ ৮)

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ

অর্থাৎ, আল্লাহভীরুদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই ভোগ-বিলাসপূর্ণ জান্নাত রয়েছে। (ক্বালামঃ ৩৪)

ইব্রাহীম (আঃ) এই জান্নাত চেয়ে দুআ করে বলেছিলেন,

وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ

অর্থাৎ, আমাকে সুখকর (নাঈম) জান্নাতের উত্তরাধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর। (শুআরাঃ ৮৫)

মা'ওয়াঃ

'মা'ওয়া মানে ঠিকানা। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করে সৎকাজ করে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ তাদের আপ্যায়নের জন্য জান্নাত হবে তাদের বাসস্থান। (সাজদাহঃ ১৯)

13 وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى

14عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى

15عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহার নিকট। যার নিকট অবস্থিত (জান্নাতুল মাওয়া) বাসোদ্যান।

(নাজমঃ ১৩-১৫)

দারুস সালামঃ

দারুস সালাম' মানে শান্তিনিকেতন। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ
لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ صلے وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থাৎ, তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য রয়েছে শান্তির আলয় এবং তারা যা করত, তার কারণে তিনি হবেন তাদের অভিভাবক। (আনআমঃ ১২৭)।

وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

অর্থাৎ, আল্লাহ (মানুষ)-কে শান্তির আবাসের দিকে আহবান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন। (ইউনুসঃ ২৫)।

দারুল মুক্কামাহঃ

দারুল মুক্কামাহ' মানে স্থায়ী। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا
الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ

অর্থাৎ, যিনি নিজ অনুগ্রহে, আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দান করেছেন; যেখানে আমাদেরকে কোন প্রকার ক্লেশ স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ করে না। কোন প্রকার ক্লান্তি।' (ফাত্বিরঃ ৩৫)

রাইয়ানঃ

'রাইয়ান' মানে তৃষ্ণাহীন। তৃষ্ণা ও পিপাসায় যারা কষ্ট পেয়েছে, তাদেরকে এই জান্নাত দেওয়া হবে। এ জান্নাত সম্বন্ধে নবী (ﷺ) বলেন, জান্নাতের এক প্রবেশদ্বার রয়েছে, যার নাম 'রাইয়ান। কিয়ামতের দিন ঐ দ্বার দিয়ে রোযাদারগণ প্রবেশ করবে। তারা ছাড়া আর কেউই ঐ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে না।

রোযাদারগণ প্রবিষ্ট হয়ে গেলে দ্বার রুদ্ধ করা হবে। ফলে সে দ্বার দিয়ে আর কেউই প্রবেশ করবে না।” (বুখারী ১৮৯৬ নং, মুসলিম ১১৫২ নং, নাসাঈ, তিরমিযী)।

আদ-দারুল আ-খিরাহঃ

'আদ-দারুল আ-খিরাহ' মানে পরকালের আবাস। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

অর্থাৎ, আর পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক বই আর কিছুই নয় এবং যারা সাবধানতা অবলম্বন করে, তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়, তোমরা কি (তা) অনুধাবন কর না? (আনআমঃ ৩২)

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
অর্থাৎ, এ পরলোকের আবাস; যা আমি নির্ধারিত করি তাদেরই জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। সাবধানীদের জন্য শুভ পরিণাম। (কাসাসঃ ৮৩)

দারুল হায়াওয়ানঃ

দারুল হায়াওয়ান' মানে চিরজীবনের ঘর। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ, এ পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। আর পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন; যদি ওরা জানত। (আনকাবুতঃ ৬৪)

দারুল ক্বারারঃ

'দারুল ক্বারার মানে স্থায়ী-গৃহ। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ
অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু। আর নিশ্চয় পরকাল হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস। (মু'মিনঃ ৩৯)

আল-মাকামুল আমীন

'আল-মাক্বামুল আমীন' মানে নিরাপদ স্থান। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ

অর্থাৎ, নিশ্চয় সাবধানীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে। (দুখান: ৫১)

মাক্বআদু স্বিদক্বঃ

'মাক্বআদু স্বিদক মানে যথাযোগ্য আসন। এ জান্নাত সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ

অর্থাৎ, সাবধানীরা থাকবে জান্নাতে ও নহরে। যথাযোগ্য আসনে, সার্বভৌমক্ষমতার অধিকারী

সম্রাটের সান্নিধ্যে। (ক্বামারঃ ৫৫)

তুবাঃ

মহানবী (ﷺ)বলেছেন, "ঐ বান্দার জন্য 'তুবা' যে আল্লাহর পথে নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত আছে। যার মাথার কেশ আলুথালু, যার পদযুগল ধূলিমলিন। তাকে পাহারার কাজে
নিযুক্ত করলে, পাহারার কাজে নিযুক্ত থাকে। আর তাকে সৈন্যদলের পশ্চাতে (দেখাশোনার কাজে) নিয়োজিত করলে, সৈন্যদলের পশ্চাতে থাকে। যদি সে কারো সাক্ষাতের অনুমতি চায়, তাহলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং কারো জন্য সুপারিশ করলে, তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না।” (বুখারী ২৮৮৭, মিশকাত ৫ ১৬ ১নং)

জ্ঞাতব্য যে, 'তুবা' জান্নাতের একটি গাছের নামও বলা হয়েছে। অথবা তার অর্থ হল, আনন্দ, বা কল্যাণময় জীবন। (দ্রঃ মিরআতুল মাফাতীহ ইত্যাদি)